১.২ শিখনের প্রকৃতি (Nature of learning) :

আমরা শিখনের যে বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি পাই সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল—

- শিখন হল একটি প্রক্রিয়া।
- শিখনের ফলে নতুন আচরণ যেমন তৈরি হতে পারে তেমনি পুরনো আচরণও পরিবর্তন হতে পারে এবং এই পরিবর্তন আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী হবে।
- অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ প্রভৃতির ফলে শিখন সংগঠিত হয়।
- শিখন জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি পরিলক্ষিত হয়।
- ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত (intentional or unintentional) ভাবেও শিখন হতে পারে।
- শিখনের যে পরিবর্তন ঘটে তা ভালো বা খারাপ দুই-ই হতে পারে।
- সমস্ত শিখনই সহজে পর্যবেক্ষণযোগ্য নাও হতে পারে।
- শিখন বিভিন্ন রকমের বা বিভিন্ন স্তরের হতে পারে।
- শিখনের ফলে শিক্ষাগত (academic) এবং শিক্ষাবহির্ভূত (non-academic) পরিবর্তন হয়।
- শিখনের ফলে ব্যক্তি পরিবেশের সাথে সঠিক অভিযোজন করতে সক্ষম হয়।
- শিখন সর্বজনীন (universal)। সমস্ত জীবজগতেই শিখন পরিলক্ষিত হয়।
- শিখন ও পরিণমন (maturation) এক নয়। পরিণমন শিখনকে প্রভাবিত করে।

শিখনের আলোচনা যখন বিস্তৃতভাবে হবে, তখন আমরা শিখনের প্রকৃতি কী সেটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব।

১.২.১ শিখনের সংজ্ঞা (Definitions of Learning) :

শিখনের অর্থ বোঝার আগে আমরা নীচের উদাহরণগুলো বোঝার চেষ্টা করব। নীচের উদাহরণগুলোর মধ্যে কোন্‌টি শিখন আর কোন্‌টি শিখন নয় সেটা প্রথমে বুঝতে চেষ্টা করি—

উদাহরণ—1. ঃ একটি ছোট্ট শিশু 'দ্যা-দ্যা-দ্যা-দ্যা' (da-da-da) বলতে পারে।

উদাহরণ—2. ঃ একটি KG-র ছাত্র 'Jack and Jill went up the hill' কবিতাটি মুখস্থ বলতে পারে।

উদাহরণ—3. ঃ একটি শিশু রাস্তায় সাপ দেখে ছুটে পালালো।

উদাহরণ—4. ঃ শব্দবাজি ফাটার সাথে সাথে একটি শিশু চমকে উঠল।

উদাহরণ—5. ঃ একজনকে নাম জিজ্ঞেস করাতে সে তার নাম বলল।

Scanned with CamScanner

প্রথমে উদাহরণগুলিকে ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি। **উদাহরণ-১** এ শিশুটি দ্যা-দ্যা-দ্যা বলতে পারে। আমরা পূর্বে ভাষার বিকাশে জেনেছি যে শিশুরা ৪ মাস বয়সে এক ধরনের শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। যেমন—ব্যা-ব্যা-ব্যা (ba-ba-ba), 'ন্যা-ন্যা-ন্যা' (na-na-na), দ্যা-দ্যা-দ্যা (da-da-da) এ ধরনের উচ্চারনকে বলে **'Babbling'**। এটি শিশু স্বাভাবিকভাবেই বলতে পারে, অন্য কোনো ব্যক্তির সাহায্য বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না।

উদাহরণ-২ এ ছাত্রটি একটি কবিতা মুখস্থ বলতে পারে। ছাত্রটিকে নিশ্চয়ই কবিতাটি শোনানো হয়েছে অর্থাৎ সে স্বাভাবিকভাবে বা জন্মসূত্রে কবিতাটি মুখস্থ করতে পারে না।

উদাহরণ-৩ এ শিশুটি সাপ দেখে ছুটে পালাল। এখানে নিশ্চয়ই শিশুটিকে পূর্বে বলা হয়েছে যে, সাপ বিষাক্ত হয় এবং সেজন্য সাপ থেকে দূরে থাকা উচিত। অর্থাৎ পূর্ব অভিজ্ঞতায় তাকে এই কাজটি করতে সাহায্য করছে।

উদাহরণ-৪ এ বাজি ফাটার সাথে সাথে শিশুটি চমকে উঠল। এটি হল একধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action), যা সে জন্মসূত্রে পেয়ে থাকে এবং এর জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না।

উদাহরণ-৫ এ এখানে ব্যক্তিটি জানে বা তাকে জানানো হয়েছে তার নাম। এটি পূর্ব অভিজ্ঞতার ফল।

এবারে আমরা দেখব উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে কোনটি শিখন আর কোনটি শিখন নয়।

উদাহরণ 2, 3, এবং 5 হল শিখন। বাকি উদাহরণগুলি কিন্তু শিখন নয়। তাহলে পার্থক্যটা কী? কোন্‌টি শিখন আর কোন্‌টি শিখন নয়? পার্থক্য হল অভিজ্ঞতা (Experience)। উদাহরণ 2, 3, এবং 5-এ যে কাজগুলি হচ্ছে সেগুলি অভিজ্ঞতার ফলেই সে করতে পারছে। বাকি কাজগুলি কিন্তু অভিজ্ঞতা ছাড়াই করতে পারে। উদাহরণ 1 হল babbling এবং উদাহরণ 4 হল প্রবর্তিত ক্রিয়া যা শিখন নয়। অর্থাৎ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত আচরণ কিন্তু শিখন নয়। **শিখন হল অভিজ্ঞতার দ্বারা আচরণের পরিবর্তন।** শিখন শুধুমাত্র বিদ্যালয়েই হয়ে থাকে তাও নয়। বিদ্যালয়ের বাইরেও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলে শিখন হয়। এই শিখন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি হয়ে থাকে। মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও শিখন প্রক্রিয়া ঘটে থাকে।

অভিজ্ঞতার প্রভাবে মানুষের আচরণের যে পরিবর্তন হয় তাকে শিখন বলে।

এবারে আমরা বিভিন্ন মনোবিদের ভাষায় শিখনের সংজ্ঞা বোঝার চেষ্টা করব।

- **Woolfolk :** Learning occurs when experience causes a relatively permanent change to an individual knowledge and behaviour. অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

অভিজ্ঞতার কারণে ব্যক্তির জ্ঞান ও আচরণের যে আপেক্ষিক স্থায়ী পরিবর্তন হয়, তা হল শিখন।

- **Santrock :** Learning can be defined as a relatively permanent influence on behaviour, knowledge and thinking skills, which comes about through experience. অর্থাৎ শিখন হল ব্যক্তির আচরণ, জ্ঞান এবং চিন্তন দক্ষতার উপর আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী প্রভাব ফেলা যা অভিজ্ঞতার জন্য হয়ে থাকে।
- **Parson, Hinson & Brown :** Learning is change in behaviour or capacity acquired through experience. অর্থাৎ শিখন হল আচরণের বা দক্ষতার পরিবর্তন যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়।
- **Gates et.al. :** Learning is the modification in behaviour to meet environmental requirements. অর্থাৎ শিখন হল আচরণের পরিমার্জন যা বিভিন্ন চাহিদা পরিপূরণ করে।
- **Hilgard :** Learning is the process by which an activity originates or is changed through reacting to an encountered situation. অর্থাৎ শিখন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে আচরণের সৃষ্টি হয় বা আচরণের পরিবর্তন হয়।
- **Klausmeir :** Learing is a process whereby a change in behaviour results from some form of experience, activity, training, observation and the like. অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, ক্রিয়াকলাপ, প্রশিক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা আচরণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই হল শিখন।
- **Smith :** Learning is the acquisition of new behaviour or the strengthening or weakening of old behaviour as the result of experience. অর্থাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা নতুন আচরণ অর্জন বা পুরোনো আচরণকে শক্তিশালী বা দুর্বল করাকে বলে শিখন।
- **Morgan :** Learning can be defined as any relatively permanent change in behaviour that occurs as a result of practice or experience. অর্থাৎ অভিজ্ঞতা বা চর্চার ফলে আচরণের আপেক্ষিক স্থায়ী পরিবর্তনই হল শিখন।

❑ ১.২.২ প্রক্রিয়াগত দিক দিয়ে শিখনের প্রকৃতি (Nature of Learning as a process) :

প্রক্রিয়াগত দিক দিয়ে শিখনের প্রকৃতি হল—

- **শিখন হল ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (Learning is a continuous process) :** সকল জীবন্ত প্রাণী ধারাবাহিকভাবে প্রতি মুহূর্তে কোনো না কোনো শিখনে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শিখন লাভ করে।

Scanned with CamScanner

- **শিখন হল লক্ষ্য অভিমুখী** (Learning is goal directed) : শিখনের লক্ষ্য স্থির ও নির্দিষ্ট হলে শিখনের কাজ দ্রুত হয়।
- **শিখন অনুশীলন নির্ভর** (Learning depends on practice) : অনুশীলনের মাত্রা বাড়লে শিখনের কাজ দ্রুত হয়।

এছাড়াও যদি আমরা বিভিন্ন শিখনতত্ত্ব অনুসারে আলোচনা করি, তবে দেখব চার ধরনের শিখনতত্ত্বে শিখনকে যেভাবে প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ :

- **আচরণবাদী শিখন তত্ত্ব** (Behaviouristic theory of learning) : এখানে বলা হয়েছে— শিখন হল আচরণের পরিবর্তনের (change in bebaviour) প্রক্রিয়া।
- **প্রজ্ঞামূলক শিখন তত্ত্ব** (Cognitive theory of Learing) : এখানে শিখনকে অভ্যন্তরীণ মানসিক প্রক্রিয়া হিসেব বর্ণনা করা হয়েছে। এই তত্ত্বের প্রবক্তাদের কেউ বলেছেন শিখন হল অন্তর্দর্শন (Insight), আবার কেউ বলেছেন শিখন হল তথ্য প্রক্রিয়াকরণ।
- **মানবতাবাদী শিখন তত্ত্ব** (Humanistic theory of learning) : এই ধরনের তত্ত্বে শিখনকে বলা হয়েছে-এটি হল ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, যার ফলে সে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিপূরণ করতে চায়।
- **সামাজিক শিখন তত্ত্ব** (Social learning theory) : এখানে বলা হয়েছে— শিখন হল সামাজিক পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ বা মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া (Interaction/observation in social context)।

❑ ১.২.৩ ফলাফলগত দিক দিয়ে শিখনের প্রকৃতি (Nature of Learning as learning out come) :

Gagne ফলাফলগত দিক দিয়ে পাঁচ ধরনের শিখন প্রকৃতির উল্লেখ করেছেন—

- ➨ শিখনের ফলে বাচনিক জ্ঞানের প্রসার ঘটে।
- ➨ শিখনের মাধ্যমে বৌদ্ধিক দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটে। যেমন— ব্যক্তির মধ্যে বিভেদীকরণ, মূর্ত ধারণা গঠন, বিমূর্ত ধারণা গঠন, উচ্চ বিন্যাসের নীতি ইত্যাদি বৌদ্ধিক সক্ষমতার বিকাশ ঘটে।
- ➨ শিখনের ফলে ব্যক্তি বৌদ্ধিক কৌশল উদ্ভাবন, প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।
- ➨ শিখনের মাধ্যমে অঙ্গ সঞ্চালনমূলক দক্ষতার প্রকাশ ঘটে।

Scanned with CamScanner